**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত**

**৪৩তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, পল্টন, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রতিযোগী, নবীন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আয়োজকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

 আসসালামু আলাইকুম।

 মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত ৪৩তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

 এ বিশাল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অংশগ্রহণকারী দল, আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদেরকে, যারা জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী হয়েছো।

 আজকের এদিনে আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি স্বাধীনতার পর নতুন নামে এবং নতুন উদ্যোগে “বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া সমিতি” গঠন করেছিলেন। তিনি ছিলেন এই সমিতির প্রথম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। জাতির পিতা ১৯৭২ সাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানের শূভ সূচনা করেন। আজ এটি দেশের ঐতিহ্যবাহী একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

 আমাদের সরকার এ প্রতিযোগিতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। প্রতিবছর গ্রীষ্ম ও শীতকালে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। উপজেলা থেকে জেলা, জেলা থেকে উপঅঞ্চল, উপঅঞ্চল থেকে অঞ্চল ও সর্বশেষ জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৫ হাজার ৬২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৭ হাজার ৬৩৮টি মাদ্রাসার ২ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। দেশের আবহাওয়া উপযোগী এবং জনপ্রিয় খেলাসমূহ এ প্রতিযোগিতায় রাখা হয়। শীতকালে ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিকস্, টেবিল টেনিস এবং গ্রীষ্মকালে ফুটবল, কাবাডি, হ্যান্ডবল, সাতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছেলে-মেয়ে উভয়ই এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছে। তারা তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায়ে উঠে আসছে। এরফলে দেশে মেধাবী ও দক্ষ ক্রীড়াবিদ সৃষ্টি হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে তখনই খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমরা গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ করেছি। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত স্টেডিয়াম নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, খুলনায় শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামসহ দেশের প্রায় সকল স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। নতুন নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। এবছর ২৩ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজারে আমরা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ‘শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম’ উদ্বোধন করেছি।

শিশু ক্রীড়াবিদদেরও নিবিড় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আমরা খেলাধুলার প্রসারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করেছি। বিকেএসপি ও শারিরিক শিক্ষা কলেজ সমুহের সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছি। ফলে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ক্রীড়া অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছে।

দেশের ক্রীড়া ফেডারেশনসমূহের নির্বাচন হয়েছে। আমাদের ক্রিকেট ও ফুটবল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্যের সাক্ষর রাখছে। আমাদের প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদরাও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে আনছে। বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুরা বিশেষ অলিম্পিকে সোনা জয় করছে।

আমরা দেশীয় খেলাধুলার উন্নয়ন ও সংরক্ষণে গুরুত্ব দিয়েছি। জাতীয় পর্যায়ে একাধিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

সুধিবৃন্দ,

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুদক্ষ, মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক ও সৃজনশীল নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে গত সাড়ে ৫ বছরে আমরা দেশের শিক্ষাখাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেছি। যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাংস্কৃতিক চর্চা, বিতর্ক, খেলাধুলার আয়োজন করা হচ্ছে।

গত ৫ বছরে বিনামূল্যে ৯২ কোটি পাঠ্যপুস্তক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। চলতি বছর আমরা শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩১ কোটি ১৯ লাখ বই বিতরণ করেছি। সকল পাঠ্য পুস্তক ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে। অনলাইনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরীক্ষার ফল ওয়েবসাইট, এসএমএস ও ই-মেইলে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। ১৭ বছর পর পাঠ্যক্রমে সংস্কার ও নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে।

গত ৫ বছরে আমরা দেশের ১ কোটি ৬০ লাখ দরিদ্র শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করেছি। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। ৫ লক্ষাধিক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

আমরা একটি নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলছি। যে প্রজন্ম হবে শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ।

প্রিয় প্রতিযোগীগণ,

তোমরাই একদিন এ দেশকে চালাবে। তাই খেলাধুলায় ভাল করার পাশাপশি লেখাপড়ায়ও ভাল করতে হবে। তোমরা নিজেদেরকে সেই যোগ্যতায় গড়ে তোল যাতে তোমাদের হাতে এ দেশ সমৃদ্ধি আর শান্তিতে ভরে ওঠে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতাবোধ জাগাতে হবে যাতে শান্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

 খেলাধুলার পাশাপশি পারিবারিক, সামাজিক ও বিদ্যালয়ের কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে। তোমাদের নিজেদের ও অপরের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলবে - তোমাদের প্রতি এ আমার প্রত্যাশা।

সুধিমন্ডলী,

আমি ব্যক্তিগতভাবে খেলাধুলা খুব পছন্দ করি। জাতির পিতা একজন ক্রীড়ামোদী মানুষ ছিলেন। তিনি স্কুল জীবনে অসংখ্য ফুটবল ম্যাচ খেলেছেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে তাকে হায়ার করে নেওয়া হত। আমার দাদাও ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। আমার ভাই শহীদ শেখ কামাল আবাহনী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। শহীদ শেখ জামাল ও শহীদ শেখ কামাল ফুটবলসহ ক্রীড়া সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা ফুটবল, ভলিবল, হকি খেলতেন। আমার মা ছিলেন তাঁদের নিরন্তর প্রেরণার উৎস। সবমিলিয়ে খেলাধুলা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে।

 সুস্থ-সবল দেহ-মনের জন্য খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। খেলাধুলা শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যাবসায়, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। অপরাধ প্রবণতা কমায়। মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব থেকে তরুণ সমাজকে মুক্ত রাখে। সে লক্ষ্য নিয়েই আমরা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যাচ্ছি।

আমি আশা করি, এরফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী, প্রতিযোগিতা ও দলগত মনোভাব, ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠবে।

 আমি আশা করি, জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের সফল ক্রীড়াবিদ। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব প্রতিভায় উদ্ভাসিত হবে।

 আমি সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঐতিহ্যবাহী এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অব্যাহত সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...